দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 APR 1986
পৃষ্ঠা 11 কলাম 4

37
05

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ২০শে চৈত্র, ১৩৯২

বীরগঞ্জ ও কাহারোলে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে

বীরগঞ্জ, ১লা এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতা)। বীরগঞ্জ ও কাহারোল উপজেলায় অপ্রতুল সরকারী মঞ্জুরি, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, বই পুস্তক ও কাগজের মূল্যবৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় বেঞ্চ-টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাবের ফলে শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে এ ছাড়া প্রায় সব বিদ্যালয় গৃহের অরাজীর্ণ অবস্থার দরুনও এ দু'টি উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর একযুগ অতিক্রম হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও উদাসীনতার জন্য এ দু'টি উপজেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে দু'টি উপজেলায় ক্রমবর্ধমান সমস্যা ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুতর সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।

বীরগঞ্জ ও কাহারোল উপজেলার জনসংখ্যা প্রায় ৩ লাখ। বীরগঞ্জ ও কাহারোল উপজেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৪টি। এর মধ্যে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা দু'টি। এর'টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় বীরগঞ্জ উপজেলায় হয়েছে কিন্তু কাহারোল উপজেলায় এখনো কোন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় নেই। গত মার্চ মাসে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বীরগঞ্জ সফরে এলে বীরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়কে সরকারী ঘোষণা করেন। এ দু'টি বিদ্যালয় ছাড়া বাকী ২২টি বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয়।

বেশীরভাগ বিদ্যালয় টিন বা খড়ের ছাউনি এবং টিন, কাঠ, চাটাই-এর বেড়া দিয়ে নির্মিত। ফলে সামান্য ঝড়-বৃষ্টি হলেই এগুলোর ব্যাপক ক্ষতি হয়। গত বছর অকাল বন্যায় বেশ কিছু উচ্চ বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এসব বিদ্যালয় ভবনের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার আজও করা হয়নি। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড ও আলমারীর অভাব অত্যন্ত প্রকট। বেঞ্চের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দাঁড়িয়ে বা মেঝেতে বসে ক্লাস করতে দেখা যায়। এছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশ ক'টি শিক্ষকের পদও শূন্য রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারী অনুদান নেই বললেই চলে। বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের জন্য সরকারী অনুদান অনেক বেশী দরকার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানান, বীরগঞ্জ ও কাহারোল উপজেলায় সরকারী অনুদানের অভাবে বিদ্যালয়গুলোর সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ গুরুতরভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শরীর চর্চা ও ক্রীড়া অনুশীলনের জন্য মাঠ ও উপযুক্ত সরঞ্জাম নেই। দু'টি উপজেলায় উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানীয় জলের কোন সুবন্দোবস্ত নেই। যে সব বিদ্যালয়ে নলকূপ রয়েছে, সেগুলোও অধিকাংশ সময় বিকল থাকে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

এদিকে ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকটের কারণে এবং শিক্ষা উপকরণের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় দু'টি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের হাজিরা খাতায় প্রচুর নাম থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার তেমন সন্তোষজনক নয়। এসব কারণে এ দু'টি উপজেলায় শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।